মন্ত্রণালয়ের নাম: **স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।**

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: **গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক পল্লী জনপদ**

২। কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহঃ

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের ৪০.৬% (বিবিএস,২০১৮) জনশক্তি কৃষিতে নিয়োজিত। অপরদিকে কৃষি জমির উপর নির্ভর করে ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা বর্তমানে দেশে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৫৬০৯৬৪.৭৫ হেক্টর (এআইএস ২০১৭) মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ০.০৫২ হেক্টর (এআইএস ২০১৭); বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির কারনে অপরিকল্পীতভাবে বসতবাড়ী তৈরী , কলকারখানা, রাস্তাঘাট, স্কুল/কলেজ নির্মানের ফলে প্রতি বছর প্রায় ৬৮,৭০০ হেক্টর (০.৮০%) কৃষি জমি অকৃষি খাতে পরিবর্তিত হচ্ছে (এসআরডিআই ২০১৬)। দেশের ৩৬,৪০,০০০ হেক্টর আবাদি জমিতে বিদ্যমান জৈব পদর্থের পরিমাণ গড়ে ১.৭% যা আদর্শ ৫% থাকা প্রয়োজন (এসআরডিআই ২০১৬)। উল্লিখিত কারণসমূহ দেশের উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তাকে বাধাগ্রস্থ করছে। তাছাড়া অপরিকল্পীত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নগর ও গ্রামীণ পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে । অপর দিকে কৃষি জমিতে যেখানে জৈব পদার্থের পরিমাণ ৫% থাকার কথা সেখানে তা হ্রাস পেয়ে ১% নেমেছে । পচনশীল জৈব পদার্থ স্থানান্তর ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য। এখন পর্যন্ত ৫০% গ্রামীণ বসতবাড়ী জাতীয় গ্রীডের সাথে সংযুক্ত নয় (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ২০১৪)। গ্রামের বেশীরভাগ বসতবাড়ী পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। পল্লী এলাকার ঘর-বাড়ীগুলি যত্রতত্র ছড়ানো ছিটানো অর্থাৎ অপরিকল্পিভাবে নির্মিত। বাড়ীঘরগুলি পরিবেশ বান্ধব ও মানসম্মত নয়। সেচ মৌসুমে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ ঘাটতি অর্থাৎ লোড সেডিং পরিলক্ষিত হয়। উল্লিখিত সমস্যাসমূহ বিবেচনায় এনে সমস্যাসমূহ সমাধান কল্পে গবেষণা পরিচালনা প্রয়োজন।

অনুপ্রেরণার উৎসঃ

কৃষি জমি রক্ষা এবং গ্রামাঞ্চলে উন্নত আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া বিগত ২০১৩ সালে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে; সমীক্ষায় দেখা যায়-

প্রতিটি বাড়ির জন্য ৫-৬ শতাংশ এবং সংযোগ রাস্তার জন্য প্রায় ২ শতাংশ সহ মোট ৮ শতাংশ জমি অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয়। গ্রামের ৩.১০% জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহের জন্য বিদেশে অবস্থান করেন এবং তাঁরা বৈদেশিক রেমিটেন্স দেশে পাঠান। রেমিটেন্স অর্থের মূল প্রবনতাই হচ্ছে কৃষি জমি ক্রয় করে পাকা/আধা পাকা বসতবাড়ি নির্মাণ করা। অধিকাংশ গৃহে মানুষ গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির সাথে সহ অবস্থান করে; পৃথকভাবে গো-শালা ও হাঁস মুরগির খোয়াড় নির্মাণে অতিরিক্ত প্রায় ২ শতাংশ জমির প্রয়োজন হয়।

ঐ গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, বিদেশে কর্মরত জনগোষ্ঠী যারা রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বি করছেন তাদের অর্থে কৃষি জমিতে বাড়ী -ঘর নির্মাণের প্রবনতা সবচেয়ে বেশী এবং বৈদেশিক উপার্জনের সিংহভাগ সঞ্চয় তারা গৃহনির্মাণ, কৃষি জমি ক্রয়, ফ্ল্যাট এবং বাণিজ্যিক ভবন ক্রয়/নির্মান কাজে ব্যয় করে থাকেন।

১৯৬৯ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তরাজ্য সফরে গিয়ে 'মডেল ভিলেজ' পরিদর্শন করেন এবং বাংলাদেশেও তিনি এ 'মডেল ভিলেজ' ধারনাটি বাস্তবায়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভুলে এবং সমবায় মনোভাবাপন্ন হয়ে এক ছাতার নিচে বসবাসকারীদের নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তারই বাস্তব রূপায়ন ''গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক **'পল্লী জনপদ'**।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন **"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলাদেশের মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরি না পায় বা কাজ না পায়।" এছাড়াও গ্রাম ও শহরের দূরত্ব কমিয়ে আনা ছিল তার ঐকান্তিক ইচ্ছা।**

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার-২০১৮ (৩.১০) আমার গ্রাম, আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি)-১১ লক্ষ্য অর্জন। সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, সর্বোপরি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তিতে (২০২১) মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, স্বাধীনতার শতবছর পূর্তিতে (২০৭১) সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন এবং ডেল্টা প্ল্যান (২১০০) নিরাপদ ব-দ্বীপ হিসেবে আত্নপ্রকাশ।

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলঃ

- দেশের প্রতিটি বিভাগে ১টি করে মোট ৭টি গ্রামে (প্রতিটি গ্রামে ২৭২টি পরিবার) পাইলটিং আকারে মোট ১৯০৪টি পরিবার নিরাপদে আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায় ভিত্তিক বহুতল ভবনে বসবাসের সুযোগসৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী জনপদ বিল্ডিং নির্মাণ। বিল্ডিংটি যেন পরিবেশ বান্ধব হয় তা এর ডিজাইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল।
- প্রতিটি গ্রামে ২৭২ পরিবার একত্রে বসবাসের পাশাপাশি পৃথক ভবনে ৫০০টি গরু এবং ১৬১২৬টি মুরগী পালনের সুযোগ;
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নতুন টেকসই ও স্বল্প খরচের প্রযুক্তি (ফেরো সিমেন্ট ছাদ, স্যান্ডুইচ প্যানেলের রুফ টপ; পরিবেশ বান্ধব অপেক্ষকৃত কম ওজনের হলো ব্রিকস) ব্যবহার করে পল্লী জনপদ ভবন নির্মিত হচ্ছে। ফলে ভবনের নিজস্ব ওজন কম হওয়ায় ফাউন্ডেশন ব্যয় কম ও স্বল্প মূল্যে উন্নত গৃহ নির্মাণ (টাকা ১৬০৪ প্রতি বর্গ ফুট) করা;
- সকল ধরনের বর্জ্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে রান্নার কাজে জ্বালানী হিসেবে সরবরাহ করা। এছাড়াও বায়োগ্যাস স্লারি থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার উৎপাদিত হবে যা মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।
- নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ চালনায় সোলার সিস্টেম এর প্রচলন । এছাড়াও ভবনের দক্ষিণ ছাদে স্থাপিত সোলার প্যানেল হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রতিটি বাসায় লোড শেডিং সময়কালীন ব্যবহারের সুযোগ থাকবে।

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলঃ

- ২৭২ টি গ্রামীন পরিবারকে একই ছাদের নিচে নিয়ে আসা একটি বড় চ্যালেঞ্জ;
- বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ভিন্ন ভিন্ন পেশা, আয়, ধর্ম, শিক্ষাগতযোগ্যতা ও পরিবেশের মানুষকে একই সমমনা ও একত্রে বসবাসের মনমানসিকতায় নিয়ে আসা। গ্রহনমূলক ব্যবস্থাপনা
- সমিতিভুক্ত সকল সদস্যগণ যারা কর্মক্ষম কিন্তু বেকার। তাদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত করা ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। যা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও আরডিএ ঋণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।
- গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা ও তাদের শহরমুখি প্রবনতা হ্রাস করা আরেকটি চ্যালেঞ্জ। উদ্ভাবনীমূলক পল্লী জনপদ প্রকল্পে আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শহরমুখিতা হ্রাস পাবে।

টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণঃ

গ্রামের মানুষের শহরমূখী প্রবণতার মূল কারণ হচ্ছে গ্রামে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত পরিবেশ বান্ধব আবাসন সুবিধার অভাব। বছরব্যাপী কাজের অনিশ্চয়তা, কম উৎপাদন ও সস্তা শ্রমমূল্য, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুৎ সঞ্চলনের অপ্রতুলতা, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব, সমবায় ভিত্তিক জন অংশগ্রহনমূলক ব্যবস্থা না থাকায় যে কোন উদ্ভাবনী টেকসই হয় না। উদ্দ্যোগটি টেকসই করণে স্বল্প মূল্যের (টাকা ১৬০৪/ বর্গ ফুট) উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মাণ

খরচ কমানো, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ী মনোভাব সৃষ্টি ও বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডেরর উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি। দক্ষ জনশক্তিকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুঁজির সংস্থান (ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ) করে সাবলম্বি করে তোলা এবং ফ্ল্যাটের মূল্য পরিশোধের সক্ষমতা উন্নয়ন। ২৭২টি পরিবারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণ করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে টেকসইকরণ।
প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় টাকা ১০০.০০ লক্ষ ঘূর্ণায়মান সীড ক্যাপিটাল/পুঁজির মাধ্যমে সুফলভোগীদের সাবলম্বি করে তোলা কার্যক্রমে নিয়োজিত জনবল উক্ত ভবণের গঠিত কমিটির সম্মতিতে সকল কার্যক্রম দেখভাল করবে। তাছাড়া আরডিএ, বগুড়া পরিচালিত সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট; সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার; ক্যাটেল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার; চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার; কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার; এবং পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টার তাদের স্ব-স্ব কার্যক্রম ও দায়িত্ব পাইলটিং এলাকায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম টেকসই করণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে

কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলোঃ

পল্লী জনপদে মোট ২৭২টি সুফলভোগী পরিবারের প্রত্যক্ষভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। এছাড়া প্রতিটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা গড়ে ০৫ (পাঁচ) জন হিসেবে (২৭২ পরিবার x ৫ জন x ৭ টি পাইলটিং এলাকা) = ৯৫২০ জন সদস্য প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। ফ্ল্যাটে বসবাসকারী (মালিক পরিবার) কর্মক্ষম পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ভিত্তিক নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের মাঝে আরডিএ ঋণ প্রদান করা হবে। ফ্ল্যাটে বসবাসকারী সদস্যদের নিয়ে কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি গঠন করা হবে। এই কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে তাদেরকে ভবিষ্যত তহবিল গঠনের জন্য সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত পুঁজি বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হবে। কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন পন্য বাজারজাত করে সঠিক মূল্য সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও ফ্ল্যাটে বসবাসকারী আগ্রহী সদস্যগণ পল্লী জনপদে বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা পরিচালনা ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে আয় করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে । যেমন- ডিপার্টমেন্টাল সপ, বুক ও স্টেশনারী দোকান, দর্জি, সেলুন, ঔষধের দোকান, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার ল্যাব , গ্রন্থাগারসহ চিকিৎসা কেন্দ্র, পোল্ট্রী ও ডেইরী টেকনিশিয়ান রুম ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যগণের আর্থ-সামাজিক জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

- **সুদূরপ্রসারী কী কী অবদান রাখবেঃ**
  - কৃষি জমির অপচয় রোধ হবে;
  - বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর রিচার্জ হবে;
  - সম্পূর্ণ নতুন টেকনোলজি যেমন- ফেরো-সিমেন্ট-এর ছাদ ও হলোব্লক দ্বারা নির্মিত দেয়াল তৈরী হওয়ায় টপ সয়েল পুড়িয়ে ইট তৈরী না করে এ ধরণের পরিবেশ বান্ধব গ্রীণ টেকনোলজি বাস্তবায়নে অনুকরনীয় অবদান রাখবে;
  - ছাদে সোলারের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকায় জাতীয় গ্রীডে চাপ কম পড়বে;
  - প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরী হবে, যেখানে পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হবে ফলে পরিবেশের উন্নতির পাশাপাশি বায়োগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের রান্নার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিদিন পাইলটিং এলাকায় ০১ টন উন্নত জৈবসার তৈরী হবে, যেখানে পরিবেশ বান্ধব কৃষি তথা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে;

পদ্ধতি/সময়/ ভোগান্তি/ব্যয়/সেবারমানে কী কী পরিবর্তন এনেছেঃ

- প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় ২৭২ টি পরিবার সমবায় ভিত্তিক একই ধারনায় একসাথে বসবাস করবেন;
- যেহেতু এ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের বসবাস থাকবে; বিধায় এখানে উচু-নিচুর কোন ভেদাভেদ থাকবে না। পাশাপাশি একে অপরের কাছ থেকে নতুন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও তথ্য জানতে পারবেন;
- কমিউনিটি এ্যাপ্রোচে গরু ও মুরগী পালন করা হবে; বিধায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সকলের পাস্পারিক অংশগ্রহণে উৎসাহ যোগাবে;
- কমিউনিটিতে বসবাসের ফলে নারী নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।
- প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় একই ছাদের নিচে সব ধরনের সেবা যেমন- দৈনন্দিন কেনাকাটা, ফার্মেসি, দর্জিদোকান, টেকনিশিয়ান, কৃষি ও প্রানী সহকারী, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, ইন্টারনেট ইত্যাদি পাওয়া যাবে। বিধায় প্রতিটি পরিবারে এবং সেই সাথে আশে-পাশের জনগোষ্ঠির ভোগান্তি, সময় ও ব্যয় বহুগুনে হ্রাস পাবে।

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

- বাজারে প্রচলিত ফ্লাটের তুলনায় কম দামে (সাধ্যের মধ্যে) ফ্লাটের মালিক হওয়া।
- বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পাওয়া।
- সমবায়ভিত্তিক কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া।
- কম সুদে (সার্ভিস চার্জ) আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর ঋণ সুবিধা পাওয়া।
- ফ্লাটের বসবাসের ক্ষেত্রে বেশি নিরাপত্তার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া।
- পল্লী জনপদের ফ্লাটে বসবাস করাটা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া।
- ফ্লাটে বিভিন্ন পেশাজীবি বসবাস করায় বিভিন্ন সেবা ও কাজের ক্ষেত্রে সহজে সহযোগীতা পাওয়া এবং
- সৌর বিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাসের সুবিধা থাকায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ব্যয় হ্রাস পাওয়া।

৫। টিসিভি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও

- টিসিভি বিশ্লেষণ:

ইতিবাচক বিষয়সমূহ	Time (সময়)	Visit (পরিদর্শন)	Cost (খরচ/ব্যয়)
২৭২ টি পরিবার সমবায় ভিত্তিক একই ধারনায় একসাথে বসবাস করবেন।			এতে ব্যয়ের পরিমান কমবে।
সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বসবাস থাকবে; বিধায় এখানে উচু-নিচুর কোন ভেদাভেদ থাকবে না।	পারস্পরিক দেখাশুনার সময় কম লাগবে।	ফলে একে অপরের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক সহজ হবে।	খরচ/ব্যয় কমবে।
প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় একই ছাদের নিচে সব ধরনের সেবা যেমন- দৈনন্দিন কেনাকাটা, ফার্মেসি, দর্জিদোকান, টেকনিশিয়ান, কৃষি ও প্রাণী সহকারী, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, ইন্টারনেট ইত্যাদি পাওয়া যাবে। বিধায় প্রতিটি পরিবারে এবং সেই সাথে আশে-পাশের জনগোষ্ঠির ভোগান্তি, সময় ও ব্যয় বহুগুনে হ্রাস পাবে।	সময় বাঁচবে।	কম প্রয়োজন হবে	খরচ/ব্যয় কমবে।
কমিউনিটিতে বসবাসের ফলে নারী নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।	কম সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।		

- ছবি (উচ্চ রেজুলেশন ও মানসম্মত ন্যূনতম ০৬টি ছবি)।

- টিভিসি (তথ্য বাতায়নে আপলোড করে লিংক উল্লেখ করুন)।

www.rda.gov.bd

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
মোঃ আমিনুল ইসলাম মহাপরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ নজরুল ইসলাম খান যুগ্ম-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ ফেরদৌস হোসেন খান যুগ্ম-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ দেলোয়ার হোসেন উপ-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা উপ-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
শেখ শাহরিয়ার মোহাম্মদ উপ-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ আরিফ হোসেন জুয়েল সহকারী পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	